দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 MAR 2012

প্রাথমিকের ডিজিসহ ৪ শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিস

■ দিনাজপুর রিপোর্টার

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে জালিয়াতি অথবা দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই জালিয়াতির কারণে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও দিনাজপুর জেলার অনেক শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিস পাঠিয়েছেন দিনাজপুর জেলার দুইজন অভিভাবক। অভিভাবকগণ হলেন: দিনাজপুর শহরের বালুপাড়া নিবাসী সুবাস চন্দ্র রায় এবং গোলাপবাগ নিবাসী মো. হাবিবুর রহমান।

সুবাস চন্দ্র রায় তার পুত্র পুনম রায় সুপ্রিয়র সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ইন্টারনেট সারভারে প্রকৃত ফলাফল আপগ্রেড না করার কারণেই তার ছেলে বৃত্তি বঞ্চিত হয়েছে। আপগ্রেড না করার পেছনে শিক্ষা কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বা জালিয়াতি রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন। এ কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি ও রংপুর বিভাগীয় ডিডি বরাবর একটি লিগ্যাল নোটিস পাঠান।

দিয়েছেন দিনাজপুরের দুজন অভিভাবক

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর দিনাজপুর জেলায় ৩২৪ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল পুনঃমূল্যায়নের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়া হয়েছিল। পুনঃমূল্যায়নের পর ১১৭ জনের ফলাফল পরিবর্তিত হয়। এরমধ্যে ২৩ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তিত হয়ে জিপিএ ফাইভ-এ উন্নীত হয়। কিন্তু এই ২৩ জনসহ ১১৭ জনের পুনঃমূল্যায়িত ফলাফল ইন্টারনেট সার্ভারে আপগ্রেড না করেই গত ২০ ফেব্রুয়ারি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। অভিভাবকরা বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর ইন্টারনেট সার্ভার দেখে নিশ্চিত হন যে, পুনঃমূল্যায়িত ফলাফল সার্ভারে আনা হয়নি।

এর ফলে পুনঃমূল্যায়িত মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তিপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সুভাস রায়ের অনুরূপ লিগ্যাল নোটিস পাঠিয়েছেন শিক্ষার্থী মাসুদ রানা পারভেজের (রোল নং ৭২৪৪) পিতা হাবিবুর রহমান। মাসুদ রানার অংকে জিপিএ ছিল 'এ' অন্য সবগুলোতে এ প্লাস। পুনঃমূল্যায়িত হওয়ার পর অংকে জিপিএ দাঁড়ায় 'এ' এবং টোটাল ফলাফল হয় জিপিএ-৫। কিন্তু বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরির সময় পুনঃমূল্যায়িত ফলাফল সার্ভারে আপগ্রেড করা হয়নি। এতে করে এই শিক্ষার্থীর বিক্ষুব্ধ পিতা পৃথকভাবে লিগ্যাল নোটিস দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উল্লেখিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল লতিফ মজুমদারের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, কী প্রক্রিয়ায় অথবা কোন নীতিমালার ভিত্তিতে বৃত্তি তালিকা তৈরি হয় তা তিনি জানেন না। কারণ এটা ঢাকার বিষয়। তবে পুনঃমূল্যায়নের ফলাফল যথারীতি ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। যখন এই ফলাফল ইন্টারনেট সার্ভারে আপগ্রেড করা হবে তখন শুধু দিনাজপুরের নয় সারাদেশের ফলাফলই আপগ্রেড হবে। তখন যদি নতুন কেউ বৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তাহলে অবশ্যই সে বৃত্তি পাবে।